প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১।	শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	**১,৭০,০৩,৭৮১/-**	৯
২।	বিধি বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি	১,৫৪,৪৬,৮৩৬/-	১০
৩।	স্থাপনা ভাড়ার, বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং মুদ্রণ বিলের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় এবং কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫১,১৩,৬৭৩/-	১১
৪।	প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বাসা ভাড়া ভাতা কর্তন করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,২৭,৮৮,২৪১/-	১২
৫।	বিধি বর্হিভূতভাবে বিভিন্ন শিক্ষকগণকে ঢালাওভাবে গবেষণা ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ।	১,২২,৬০,৫০০/-	১৩
৬।	শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশ গমনের পর ফিরে না আসায় চুক্তি মোতাবেক পাওনা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪১,১৬,৪০০/-	১৪
৭।	পেশাগত জ্ঞানের বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ এবং ঠিকাদারী বিল হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৮০,৮৫,৪৭৬/-	১৫
	সর্বমোট=	৭,৪৮,১৪,৯০৭/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ ২০০০-২০১৩।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আইবিএ)।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ ১৩/৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৮/৪/২০১৪ খ্রিঃ ।

অডিট পদ্ধতি ঃ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ না করা।
- কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা।
- অতিরিক্ত হারে বিভিন্ন ভাতা/দাবী পরিশোধ।
- প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা প্রদান না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য।
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে শিথিলতা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয়।
- আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ও জমাদানের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি বিধান,আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারি রাজস্ব আদায় এবং জমাদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন।
- বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং -১।

শিরোনাম ঃ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের ব্যক্তিগত আয়কর প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৭০,০৩,৭৮১/- টাকা ।

বিবরণ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ খ্রিঃ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিগণ মূল বেতনসহ নিজ নিজ আয় এবং আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তাঁর নিজস্ব আয় থেকে আয়কর পরিশোধ করা বিধেয় হওয়া সত্ত্বেও তা না করে প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধ করায় ১,৭০,০৩, ৭৮১/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "১ " দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর অনুঃ ২৩এর ক, খ এর নির্দেশনা অনুসারে আয়কর রিটার্ন তৈরীর পর করদাতা (সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারি) নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধের এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্মারক নং-বিমক/বাজেট-৩৪/২০১২/৭৮০৯ তারিখঃ ০৩/১১/২০১১ খ্রিঃ, এস আর ও নং-১৪১ তারিখঃ ২৭/৫/২০১২এর নির্দেশনা মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারিগণের আয়কর ব্যাক্তিগতভাবে পরিশোধের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা না করে প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে তাঁদের আয়কর পরিশোধ করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২০১২-২০১৩ বৎসর থেকে আয়করের টাকা মূল বেতনের উপর নির্ধারণ করে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ/বিভাগের নিজস্ব আয় থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের আয়কর পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ এতদসংক্রান্ত বিধানের পরিপন্থীভাবে আয়কর পরিশোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০১/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ০২/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -২।

শিরোনাম	ঃ	বিধি বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৫৪,৪৬,৮৩৬/- টাকা ।
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করায় ১,৫৪,৪৬,৮৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট “২ ” দ্রষ্টব্য ।]**
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ সরকারি বিধি মোতাবেক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণ চিত্ত/ শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য নন। ▪ অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১৩.৩৩৬(১২০০)তারিখ ২৪/১০/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৫(১) এর “শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা” অংশটুকু স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য রহিত করা হয়েছে বিধায় শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রাপ্য নয়।
ফলাফল	ঃ	আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	সরকারি সার্কুলারে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা সরকারি অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের পাওয়ার উল্লেখ আছে। সেই অনুযায়ী স্বায়ত্বশাসিত অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ সংশ্লিষ্ট সার্কুলারটি শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রযোজ্য। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়। কাজেই বিধি বহির্ভূতভাবে উক্ত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০১/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ০২/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক/আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৩।

শিরোনাম ঃ স্থাপনা ভাড়ার, বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং মুদ্রণ বিলের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় এবং কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৫১,১৩,৬৭৩/- টাকা ।

বিবরণ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ও ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার ২০০০-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার ভাড়ার অর্থের উপর ৯% হারে ভ্যাট আদায় না করায় ১৫,৮০,৩৫৩/- টাকা এবং ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার (পরিচালকের দপ্তর ২০১০-১৩, বিবিএ ২০০৯-১৩, এম বিএ ২০০৯-১৩, ইএমবিএ ২০০৯-১৩ ও ডিবিএ ২০০১ সালের) আয় ব্যয় বিবরণী (ব্যাংক বিবরণী) হতে পরিলক্ষিত হয় যে, পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন/ কর্তন না করায় ৩০,০৬,২০১/- টাকা এবং মুদ্রণ বিলের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় ৫,২৭,১১৯/- টাকাসহ সর্বমোট (১৫,৮০,৩৫৩ + ৩০,০৬,২০১+ ৫,২৭,১১৯)= ৫১,১৩,৬৭৩/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[**বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট " ৩" দ্রষ্টব্য।**]

অনিয়মের কারণ ঃ

- কাস্টমস এক্সসাইজ ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা এর স্মারক নং ৪(৬)/৬৬ বাঃ সেবাঃ ফ্লোর-স্পেস/যন্ত্রপাতি /মূসক/০৯/১২/১ তারিখঃ ৭/১/২০১০ খ্রিঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-০৮-আইন/২০১১/৫৮৪-মূসক তাং ০৯/০১/২০১১খ্রিঃ অনুযায়ী দোকান ভাড়ার সাথে ৯% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আদায় করা হয় নাই।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৭৩-আইন/২০০৪/২১৯ মূসক এবং ২০১-আইন/২০১০/৫৫০ মূসক তারিখ ১০/৬/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক নির্মাণ বিল পরিশোধকালে ৪.৫% ও ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কর্তন না করা ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ ১২/১০/২০১১খ্রিঃ মোতাবেক মুদ্রণ বিল পরিশোধকালে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয় কিন্তু কর্তন করা হয় নাই।

ফলাফল ঃ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রাপ্ত ভাড়ার টাকার উপর ভ্যাট পরিশোধের বিষয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ম্যানেজার এ্যাসেটকে পত্র দেয়া হয়েছে। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ভ্যাটের টাকা সরকারি কোষাগারে জমার ব্যবস্থা করবেন।
- ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা জবাবদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০১/৬/২০১৪ খ্রিঃ ও ২০/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ০২/৭/২০১৪ খ্রিঃ ও ২৫/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৪ ।

শিরোনাম	ঃ	**প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বাসা ভাড়া ভাতা কর্তন করায় আর্থিক ক্ষতি ১,২৭,৮৮,২৪১/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করা সত্ত্বেও বাড়ী ভাড়া ভাতা গ্রহণ করে লামসাম হারে বাসা ভাড়া ভাতা কর্তন করায় প্রতিষ্ঠানের ১,২৭,৮৮,২৪১/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। **[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৪" দ্রষ্টব্য।]**
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ সরকারি বিধান অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ সম্পর্কিত অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন অনুবিভাগ), অর্থ মন্ত্রণালয়ের এসআর ও নং-২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি (বাস্তঃ-১) জাঃবেঃ-৫/২০০৯/২০৬ তাং ০২/১২/২০০৯খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ১৩ এর উপ-অনুঃ ২ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের বাসস্থানে বসবাস করলে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নয় এবং প্রাপ্য মূল বেতনের ৭.৫% হারে বাড়ী ভাড়া কর্তনযোগ্য। ▪ কিন্ত এক্ষেত্রে বিধান লংঘনপূর্বক বাড়ী ভাড়া ভাতা গ্রহণ করে লামসাম হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা কর্তন করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে।
ফলাফল	ঃ	প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	▪ কর্মকর্তাগণ Substandard বাসায় বসবাস করেন বিধায় তাদের নিকট হতে বড় এবং Standard বাসায় বসবাসকারীগণের ন্যায় ভাড়া আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত বর্গফুট অনুযায়ী ভাড়া আদায় করা হয়। ▪ শিক্ষক/কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান মতে Rent Free বাসায় বসবাসের অধিকারী। যেহেতু তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার দেওয়া হলেও Substandard বাসা দেয়া হচ্ছে। সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের Calender Part-II এর ৩ নং ধারা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য হাউজ রেন্ট এলাউন্স এর সাথে আরও ৭.৫% হারে প্রদান করা হচ্ছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি । কারণ আলোচ্য কর্মকর্তাগণ অডিনেন্স এর চ্যাপ্টার ৩০ এর ধারা ৩ এ বর্ণিত রেন্ট ফ্রি প্রাপ্য কর্মকর্তাগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিষ্ঠানের বাসস্থানে বসবাসকারীগণকে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য না হলেও বাড়ী ভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৭.৫% হারে অর্থ পরিশোধ করে লামসাম হারে বাড়ী ভাড়া (সংরক্ষণ ব্যয়) আদায় করায় সংশ্লিষ্টদেরকে আলোচ্য খাতে প্রাপ্যতা বহির্ভূত অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০১/৬/২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ০২/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৫ ।

শিরোনাম ঃ **বিধি বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন শিক্ষকগণকে ঢালাওভাবে গবেষণা ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১,২২,৬০,৫০০/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন শিক্ষকগণকে ঢালাওভাবে গবেষণা ভাতা প্রদান করায় ১,২২,৬০,৫০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট “৫” দ্রষ্টব্য ।]

অনিয়মের কারণ ঃ
- স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ এর এসআরও-২৫৫-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেল-১/২০০৯/২৩২ তারিখ ২/১২/২০০৯খ্রিঃ অনুযায়ী গবেষণনা ভাতা নামে কোন ভাতা প্রদানের উল্লেখ না থাকলেও বিধি বহির্ভূতভাবে শিক্ষকগণকে প্রতিমাসে ৫০০/- ও ৭৫০/- টাকা হরে গবেষণা ভাতা প্রদান করা হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।

ফলাফল ঃ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে এবং আরও উন্নততর করতে শিক্ষকগণকে প্রচুর গবেষণা করতে হয়। গবেষণা ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় এবং শিক্ষার গুণগত মানও সমুন্নত রাখা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকগণকে গবেষণা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি । কারণ এতদসংক্রান্ত বিধি বিধানের পরিপন্থীভাবে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০১/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ০২/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৬।

শিরোনাম ঃ **শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশ গমনের পর ফিরে না আসায় চুক্তি মোতাবেক পাওনা আদায় না করায় ৪১,১৬,৪০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশ গমনের পর ফিরে না আসায় চুক্তি মোতাবেক পাওনা আদায় না করায় ৪১,১৬,৪০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষা ছুটি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে বিদেশ গমণ করেছেন। চুক্তি মোতাবেক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে শিক্ষকতা করবেন।
- কিন্তু তারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে আর দেশে ফিরে আসেননি। ফলে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদান করেছে। তবে তাদের নিকট হতে চুক্তি মোতাবেক পাওনা টাকা অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি। যা অতিসত্তর আদায়যোগ্য।

[**বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৬" দ্রষ্টব্য।**]

অনিয়মের কারণ ঃ শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের আদেশ মোতাবেক পাওনা টাকা আদায় করা হয়নি।

ফলাফল ঃ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ ১৪ জন শিক্ষক / শিক্ষিকা শিক্ষা ছুটি শেষে কাজে যোগদান না করায় তাদের নিকট হতে টাকা আদায়ের লক্ষ্যে প্রত্যেককে চিঠি দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ শিক্ষা ছুটির শর্তানুযায়ী ও চুক্তি মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা আদায় করা হয়নি। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০১/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ০২/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং -৭।

শিরোনাম ঃ পেশাগত জ্ঞানের বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ এবং ঠিকাদারী বিল হতে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব বাবদ (৬৬,৮৪,৪২৩+১৪,০১,০৫৩)=৮০,৮৫,৪৭৬/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীন ইনষ্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (আইবিএ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার ২০০০-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় (পরিচালকের দপ্তর ২০১০-১৩, বিবিএ-২০০৯-২০১৩,এমবিএ ২০০৯-২০১৩,ইএমবিএ ২০০৯-২০১৩, ডিবিএ-১৩ সালের) ক্যাশবুক, আয়-ব্যয় বিবরণী (ব্যাংক বিবরণী) পরিশোধিত ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, পেশাগত জ্ঞানের বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ এবং ঠিকাদারী বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৮০,৮৫,৪৭৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[**বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট "৭" দ্রষ্টব্য।**]

অনিয়মের কারণ ঃ
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-জারাবো/আঃআঃবি/ কর-৭/০২/২০১১ তাং ১৭/৭/২০১০খ্রিঃ এর ৬(গ) এ " সেকশন ৫২ এ" এর ব্যাখ্যা মোতাবেক পেশাগত জ্ঞান বা Professional Knowledge প্রয়োজন হয় এমন যে কোন সেবার বিপরীতে প্রদেয় অর্থের উপর ১০% হারে এবং একই বোর্ডের এসআরও নং ৬-আইন/২০০২ তাং ০৬/০১/২০০২ খ্রিঃ এবং এসআরও ২৬২-আইন/আয়কর/২০১০ তাং-০১/৭/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক যথাক্রমে ১০০০০০-৫০০০০০ টাকা পর্যন্ত =১%, ৫০০০০১ - ১৫০০০০০/- টাকা পর্যন্ত ২.৫%, ১৫০০০০১ - ২৫০০০০০/- পর্যন্ত ৩.৫%,২৫০০০০১ উর্দ্ধে ৪%এবং ২০০০০১ - ৫০০০০০ টাকার বিল পরিশোধকালে ১% হারে আয়কর, ৫০০০০১ - ১৫০০০০০/- টাকা পর্যন্ত ২.৫%, ১৫০০০০১-২৫০০০০০/- পর্যন্ত ৩.৫%, ২৫০০০০১ - ৩০০০০০০০/- ৪% হারে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়।
- উক্ত বিধান মোতাবেক আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কাজেই আপত্তিকৃত টাকা আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

ফলাফল ঃ আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস জবাবদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ রাজস্ব ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ২০/৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবহিত করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ২৫/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ২০১৩-২০১৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (২০১২-২০১৩) ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (২০০০-২০১৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০০০- ২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত ।]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০০ - ২০১৩

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।]

সূচিপত্র

ক্রমিকনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৫
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৫
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকপ্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল(এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থবছর ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট এর ২০০০-২০০১ হতে ২০১২-২০১৩অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ৭ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standardsঅনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ -----------------------
২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ